কুষ্টিয়ায় বিজিবির অভিযানে ভারতীয় মাদক ও কীটনাশক উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে পৃথক তিনটি অভিযান চালিয়ে ভারতীয় মাদকদ্রব্য ও ভারতে পাচারকালে বাংলাদেশি কীটনাশক উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বিজিবি।

কুষ্টিয়া ৪৭ ব্যাটালিয়ন বিজিবি জানিয়েছে, দৌলতপুর উপজেলার জামালপুর ও মহিষকুন্ডি সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযানে ১ দশমিক ৩ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ১১৪ বোতল নেশাজাতীয় সিরাপ ও স্কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে।

এছাড়াও কাজিপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ভারতে পাচারকালে ১৯৮ বোতল বাংলাদেশি কীটনাশক উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত এসব মালামালের মোট আনুমানিক বাজার মূল্য ১ লাখ সাত হাজার টাকা।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক পাচার রোধে তাদের অভিযান ও নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখার দায়ে দুই ফার্মেসিকে জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের জন্য নয় এমন ফিজিশিয়ান স্যাম্পল (Physician Sample) মজুদ রাখার অপরাধে দুটি ফার্মেসিকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) কুষ্টিয়া সদরে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট অভিযানে হাবীব ফার্মেসি ও রাবেয়া ফার্মেসিতে অনিয়মের সত্যতা পাওয়া গেলে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩-এর ৪০(খ) ও ৪০(গ) ধারায় দুটি পৃথক মামলায় মোট ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলাউদ্দিন আকন্দ। এ সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

মোবাইল কোর্ট সূত্রে জানা যায়, অভিযানে ফার্মেসিগুলোতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ এবং চিকিৎসকদের জন্য বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ফিজিশিয়ান স্যাম্পল মজুদ রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অনিয়ম জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আইন অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং ওষুধ বিক্রিতে অনিয়ম প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে। তিনি ফার্মেসি মালিকদের মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি বা সংরক্ষণ না করা এবং প্রচলিত আইন ও বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের আহ্বান জানান।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিরাপদ ও মানসম্মত ওষুধ নিশ্চিত করতে এবং ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ শপিং মল কাম অফিস ভবনের অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ শপিং মল কাম অফিস ভবনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরও গতিশীল, নিরাপদ ও ক্রেতাবান্ধব করতে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৫ জুলাই) সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আব্দুল হাই সিদ্দিকী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন বলেন, জেলা পরিষদ শপিংমলকে আরও জনপ্রিয় ও ক্রেতাবান্ধব করে তুলতে সম্মিলিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। তিনি ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পুরো শপিং মলের প্রচার-প্রচারণায় একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজন ছাড়া এসি ও বৈদ্যুতিক বাতি চালু রাখা যাবে না। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের পাশাপাশি পরিচালন ব্যয়ও কমবে।

নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশাসক বলেন, শপিংমলের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে, নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরীদের দায়িত্বশীলতা বাড়াতে হবে এবং শপিং মল খোলা ও বন্ধের নির্ধারিত সময় কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। একই সঙ্গে ভবনের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ক্রেতাদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে তোলার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি অংশীজনদের উদ্দেশে বলেন, “জেলা পরিষদ শপিং মল কাম অফিস ভবনের সার্বিক উন্নয়ন, ব্যবসা পরিচালনা সহজতর করা এবং ক্রেতাসেবা বৃদ্ধির জন্য আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ প্রতিষ্ঠানকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।”

সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ী ও অংশীজনরা শপিং মলের উন্নয়ন, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, প্রচার-প্রচারণা, পার্কিং ব্যবস্থা, ক্রেতা আকর্ষণ এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন। প্রশাসক তাঁদের মূল্যবান পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বাস্তবসম্মত প্রস্তাবগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা

বিএনপির সদস্য বশিরুল আলম চাঁদ, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আক্তারুজ্জামান কাজল। এছাড়াও বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, জেলা পরিষদ শপিং মল কাম অফিস ভবনের সম্মানিত অংশীজন, জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা জেলা পরিষদের এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে নিয়মিত এ ধরনের মতবিনিময় সভা আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে, প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার হলে শপিং মলের ব্যবসায়িক পরিবেশ আরও উন্নত হবে এবং ক্রেতাদের জন্য মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কলাবাগান থেকে নৈশ প্রহরীর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের একটি কলাবাগান থেকে বাদশা শেখ (৪২) নামে এক নৈশ প্রহরীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৫ জুলাই) দুপুর ১২ টার দিকে সাঁওতা গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকায় কালী নদীর শুকিয়ে যাওয়া অংশের একটি কলাবাগানে লাশটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা।

নিহত বাদশা শেখ স্থানীয় কালী গঙ্গা নদীর মাছ চাষ প্রকল্পে নৈশ প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এবং সাঁওতা গ্রামের মৃত আফতাব শেখের ছেলে।

নিহতের আত্মীয় চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৫ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বর হেলাল শেখ জানান, নিহত বাদশা তার ফুফাতো ভাই। প্রায় তিন দিন আগে রাতে ডিউটিতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি।

আজ (বুধবার) দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি মুঠোফোনে খবর দিলে ঘটনাস্থলে গিয়ে বাদশার মরদেহ শনাক্ত করেন তাঁরা।

বাঁধ বাজার পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) মোহাম্মদ আলী বলেন, স্থানীয়দের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল থেকে একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহটি বাদশা নামের এক ব্যক্তির বলে স্বজনরা শনাক্ত করেছেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে কুষ্টিয়ায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, বন্যা ও দুর্যোগ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত এবং বৈরী আবহাওয়ার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য পুনঃপরীক্ষার দাবিতে কুষ্টিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছেন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা।

বুধবার (১৫ জুলাই) অনুষ্ঠিত পরীক্ষার পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা শহরের মজমপুর গেটে সমবেত হন। পরে তারা বিক্ষোভ মিছিল শেষে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের সংযোগস্থলে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, সাম্প্রতিক বন্যা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে দেশের অনেক অঞ্চলের পরীক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন। বিশেষ করে ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বৈরী আবহাওয়ার কারণে অনেক শিক্ষার্থী কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেননি। এসব শিক্ষার্থীর স্বার্থ বিবেচনায় পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হলো: ১/শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনের পদত্যাগ। ২/ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত রাখা। ৩/১৩ জুলাই বৈরী আবহাওয়ার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

এদিকে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধের ফলে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এতে সড়কের দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ যাত্রী, কর্মজীবী মানুষ ও পরিবহনচালকদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়।

শিক্ষার্থীরা জানান, তাদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া না হলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

কুষ্টিয়ায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার সদকি ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া এলাকায় পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার রিফাত প্রামাণিক (১৭) নামে এক কিশোরের বিরুদ্ধে। রোববার (১৩ জুলাই) সকাল ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি প্রতিদিনের মতো বাড়ির পাশের একটি মসজিদের মক্তবে পড়তে যায়। পড়া শেষে প্রবল বৃষ্টির কারণে সে মক্তবেই অবস্থান করছিল।

এ সময় অভিযুক্ত রিফাত তার বোনকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পুনরায় মক্তবে এসে শিশুটিকে ছাতার অজুহাতে পাশের একটি জরাজীর্ণ ঘরে নিয়ে যায়।

পরে শিশুটির কান্নার শব্দ শুনে এক পথচারী ঘটনাটি টের পেলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ধর্ষণের শিকার শিশুটির দাদা কামির জানান, তার নাতনি ছোটবেলা থেকেই নানাবাড়িতে বড় হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে তারা বিচার চেয়ে থানায় এসেছেন।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন বলেন, “এ ঘটনায় অভিযোগ পাওয়া গেছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

কুষ্টিয়ায় অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করল বিজিবি

মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে টানা বৃষ্টিপাতে কর্মহীন হয়ে পড়া জেলার সীমান্তবর্তী অসহায় ও নিম্নআয়ের ১০০টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর এলাকায় এসব খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজিবি জানায়, টানা বৃষ্টিপাত ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সীমান্তবর্তী এলাকার বহু দিনমজুর, কৃষিশ্রমিক ও নিম্নআয়ের মানুষ নিয়মিত কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়ে খাদ্যসংকটে পড়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে মানবিক দায়িত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ

কামাল রনি। তিনি উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন।

এ সময় ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত উপ-অধিনায়ক, ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার, বিজিবির অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, শিক্ষক, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি আরও জানায়, দেশের স্বাধীনতা ও সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি মানবিক দায়িত্ব পালনেও এ বাহিনী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সীমান্তে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের পাশাপাশি দুর্যোগকালে ত্রাণ বিতরণ, বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, শীতবস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করে আসছে।

ভবিষ্যতেও সীমান্তবর্তী জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্পের চেক বিতরণ

কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে জেলা পরিষদের অর্থায়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের চেক বিতরণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ জুলাই) দুপুর ২টায় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ কার্যালয়ে বিভিন্ন অর্থবছরের রাজস্ব ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তহবিলের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের চেক বিতরণ এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রথম কিস্তি ও চূড়ান্ত বিলের চেক বিতরণ করেন কুষ্টিয়া জেলা

পরিষদের প্রশাসক, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন।

এ সময় তিনি বলেন, জেলার সার্বিক উন্নয়নে জেলা পরিষদ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে উন্নয়নকাজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, জনগণের করের অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অনিয়ম বা নিম্নমানের কাজ বরদাশত করা হবে না। প্রতিটি প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত মান বজায় রেখে সম্পন্ন করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ দীর্ঘমেয়াদে এর সুফল ভোগ করতে পারেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আব্দুল হাই সিদ্দিকীসহ জেলা পরিষদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা।

জেলা পরিষদ সূত্রে জানা যায়, এদিন কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও উপজেলার গোরস্থান, ঈদগাহ, মসজিদ এবং মাদ্রাসার উন্নয়ন ও সংস্কারকাজের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর প্রথম কিস্তি ও চূড়ান্ত বিলের চেক বিতরণ করা হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন, জনসেবার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন।

চেক বিতরণ শেষে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি, অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়ায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধনকালে এমপি রেজা আহমেদ

কুষ্টিয়া-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ (বাচ্চু মোল্লা) বলেছেন, কৃষকই দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। কৃষকদের সহায়তায় বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রণোদনা ও সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পাশাপাশি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে কৃষকদের পাশে সরকার সব সময় রয়েছে।

সোমবার (৬ জুলাই) দৌলতপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তায় সরকারের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি-২০২৬ এর আওতায় দৌলতপুর উপজেলায় প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় কমবে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকরা আধুনিক ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও উৎসাহিত হবেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিন্দ্য গুহ। স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রেহেনা পারভিন।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিন্দ্য গুহ কৃষকদের সরকারি সহায়তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে কৃষি বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদে গুরুত্ব দিতে হবে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রেহেনা পারভিন জানান, কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন, কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনসার সদস্যদের দায়িত্ব গ্রহণ

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদার ও স্বাস্থ্যসেবার পরিবেশ আরও সুরক্ষিত করতে ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে ১০ জন সশস্ত্র আনসার সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন।

নবনিয়োজিত আনসার সদস্যদের স্বাগত জানাতে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক আন্তরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচঅ্যান্ডএফপিও) ডা. পিযূষ কুমার সাহা, হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে তাঁদের বরণ করে নেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. পিযূষ কুমার সাহা, জানান, হাসপাতালে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক রোগী ও স্বজনের সমাগম হয়। ফলে নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র আনসার সদস্যদের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন এই পদায়নের ফলে হাসপাতালের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে এবং চিকিৎসক, নার্স,

কর্মকর্তা-কর্মচারী ও রোগীরা নিরাপদ পরিবেশে সেবা প্রদান ও গ্রহণ করতে পারবেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সুত্রে জানা যায়, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি চিকিৎসাকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সশস্ত্র আনসার সদস্যদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে হাসপাতালের শৃঙ্খলা রক্ষা, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সেবার পরিবেশ আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন ও হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদারে গৃহীত পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয়রা।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হলে স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং রোগীরাও উন্নত ও নির্বিঘ্ন স্বাস্থ্যসেবা পাবেন। সংশ্লিষ্টদের মতে, মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সশস্ত্র আনসার সদস্যদের এই পদায়ন হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।